দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 13/9/78 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 8 ...

104

গীতিকার আজিজুর রহমানের ইন্তেকাল

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রখ্যাত কবি ও গীতিকার আজিজুর রহমান গতকাল বেলা ৩টা ২৫ মিনিটে পিজি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন)। তিনি গ্যাংগ্রিনে আক্রান্ত হয়েছিলেন। গত ৯ই সেপ্টেম্বর তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে ও চার মেয়ে রেখে গেছেন।

গতকাল রাত ন'টায় মোহাম্মদপুর কলেজ গেটস্থ মসজিদে মরহুমের নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানা-

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

ইত্তেফাক

(১ম পৃঃ পর)

মার পর তাঁর লাশ কুষ্টিয়ার হাটস-হরিপুরে তাঁর নিজ গ্রামে পাঠানো হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সেখানে তাঁকে দাফন করা হবে।

মরহুম আজিজুর রহমান ১৯১৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। দেশ বিভাগের পূর্বে কোলকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়। তিনি একজন আধুনিক কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন বিভাগোত্তরকালে তিনি সংগীত রচনায়ই অধিক মনোনিবেশ করেন এবং গীতিকার হিসেবে সমধিক প্রতিষ্ঠা পান। তাঁর রচিত গানের সংখ্যা দু' হাজারেরও বেশী। মরহুমের বিখ্যাত গানগুলোর মধ্যে রয়েছে 'পলাশ ঢাকা কোকিল ডাকা আমার এ দেশ ভাইরে', 'আমি রূপনগরের রাজকন্যা রূপের যাদু এনেছি', 'এই সুন্দর পৃথিবীতে, আমি এসেছিনু কিছু নিতে', 'ভবের নাট্যশালায় মানুষ চেনা দায়', 'কারো বুকে তুমি দিও না আঘাত' ইত্যাদি। তাঁর রচিত গানের ৩৬টি ডিস্ক বেরিয়েছে। বিভিন্ন চলচ্চিত্রের জন্যও তিনি অনেক গান লিখেছেন। আধুনিক গীতি ছাড়াও স্বদেশাত্মবোধক গান, ভক্তিমূলক গান, ইসলামী সঙ্গীত ও গীতি নকশা রচনায়ও তিনি যথেষ্ট দক্ষতা ও পারদর্শিতার পরিচয় দেন। মরমী শিল্পী আব্বাসউদ্দিনসহ দেশের প্রায় সব শ্রেষ্ঠ শিল্পীই তাঁর গানে কণ্ঠ দিয়েছেন। মরহুমের বহু গান ও কবিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে এবং বেশ কয়েকটি পান্ডুলিপি প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে গীতিকা সংকলন এই মাটি এই মন', 'উপলব্ধির গান' (২ খন্ড), এবং কিশোর নাটিকা 'ছুটির দিনে' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মরহুম আজিজুর রহমান ১৯৫৪ সাল থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ঢাকা বেতারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন খুবই অমায়িক ও বন্ধুবৎসল।

কুষ্টিয়া সমিতি কবির মৃত্যুতে এক শোকসভার আয়োজন করেছে। বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টায় ধানমন্ডি আদর্শ কলেজে এই সভা অনুষ্ঠিত হবে।